সার্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় ঢাকা- টোকিও মতৈক্য

৬০০ কোটি ডলার সহায়তা দেবে জাপান

মনজুরুল হক, টোকিও থেকে। আপডেট: ০২:২২, মে ২৭, ২০১৪ |

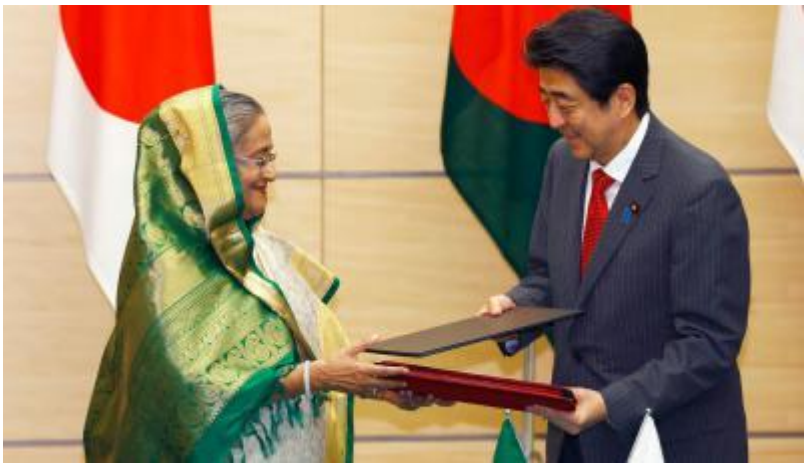

বাংলাদেশকে ৬০ হাজার কোটি ইয়েন (৬০০ কোটি ডলার) সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। বিভিন্ন প্রকল্পের যথাযথ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য চলতি বছর থেকে পাঁচ বছরে এ সহায়তা দেওয়া হবে। এ ছাড়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে সার্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় ঢাকা ও টোকিওর মধ্যে মতৈক্য হয়েছে।

গতকাল সোমবার টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের কার্যালয়ে শীর্ষ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিনজো আবে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

শেখ হাসিনার চার দিনের জাপান সফরের গতকাল ছিল দ্বিতীয় দিন। সকালে আকাসাকা

প্রাসাদে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে গার্ড অব অনার প্রদান করার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি। শেখ হাসিনা এরপর টোকিওতে সম্রাটের প্রাসাদে জাপানের সম্রাট আকিহিতো ও সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সম্রাটকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রাসাদে সম্রাট আকিহিতো তাঁকে অভিনন্দন জানান।

গতকাল বিকেলে দুই দেশের প্রতিনিধিরা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা চূড়ান্ত করে নেওয়ার শীর্ষ বৈঠকে বসেন। আলোচনা শেষে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথ ইশতেহারে সই করেন। এরপর দুই নেতার উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এস মাহমুদ আলী এবং জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বাংলাদেশের জন্য জাপানের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্যের অংশ হিসেবে ঋণ প্রদানসংক্রান্ত দলিলে সই করেন। বাংলাদেশের পাঁচটি প্রকল্পের জন্য জাপান এই উন্নয়ন সাহায্য দেবে।

বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, ‘শীর্ষ বৈঠকে বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট (বিআইজি- বি) ধারণার বিকাশে শিনজো আবে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। এ জন্য আমি জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’

শেখ হাসিনা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩৫তম ওডিএ ঋণ প্যাকেজ অনুমোদনের জন্য জাপানের সরকারকে ধন্যবাদ জানান। এ সহায়তা বাংলাদেশের

আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও উল্লেখ করেন৷

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিনজো আবের আমন্ত্রণে তিনি একটি মহান দেশ ও সূর্যোদয়ের ভূমি সফর করছেন। প্রধানমন্ত্রী জাপানি প্রধানমন্ত্রী আবে ও মাদাম আবেকে শিগগির বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিরাট অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে জাপান বিআইজি- বি ধারণা বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে। এ ধারণা বাস্তবায়নে জাপান চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার কোটি ইয়েন অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে যাবে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আমি একটি সার্বিক অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় মতবিনিময় করেছি। এর মধ্যদিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আমি মনে করি।’

পরমাণুশক্তি খাত সম্পর্কে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকা ও টোকিও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ফুকুশিমা পারমাণবিক প্রকল্পের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং এ শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সংলাপ শুরু করবে। বাণিজ্যের বিকাশ ও বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণে একটি যৌথ বাংলাদেশ- জাপান সরকারি- বেসরকারি সংলাপের বিষয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেছেন।

এর আগে শেখ হাসিনা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধান প্রবেশ পথে পৌঁছালে শিনজো আবে তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তাঁরা আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন।

সহায়তা কামনা: শেখ হাসিনা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যাপক অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ডে জাপানের সহায়তা কামনা করেছেন।

জাপানকে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত ও সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে অভিহিত করে দুই দেশের মধ্যকার অংশীদারিত্ব সুসংহত করতে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছার কথাও ব্যক্ত করেন৷ শিনজো আবের বাসভবনে তাঁর সম্মানে দেওয়া জাপানি প্রধানমন্ত্রীর নৈশভোজে ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।